৪৫

তারিখ 10 NOV 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

দৈনিক ইনকিলাব

সেট কোড জটিলতা

ঢাকা বোর্ডের ১৯৯৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় সৃষ্ট সেট কোড জটিলতার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৬ শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, পরীক্ষার খাতায় সেট কোড উল্লেখ না থাকায় ৯ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর ফলাফল স্বাভাবিক নিয়মে প্রকাশিত হয়নি। সেট কোড না থাকা পরীক্ষার খাতায় শেষ পর্যন্ত 'পাস' এই কথা উল্লেখ করে ফলাফল প্রকাশ করা হয়। পরীক্ষার খাতায় সেট কোডের উল্লেখ অবশ্যই থাকতে হবে। না থাকা একটি মারাত্মক ভুল। কারণ, সেট কোড না থাকলে কম্পিউটারে ফলাফল প্রস্তুতের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয়। পরীক্ষার্থীদের দায়িত্ব পরীক্ষার খাতার প্রথম পৃষ্ঠা পূরণ করা যেখানে অন্যান্য তথ্য বিবরণের সঙ্গে সেট কোড উল্লেখ করার বিধান রয়েছে। আর পরীক্ষার হলে কর্তব্যরত পরিদর্শকদের অন্যতম কর্তব্য হলো, খাতার প্রথম পৃষ্ঠাটি যথাযথভাবে পূরণ করা হয়েছে কি-না, তা 'চেক' করা। বোর্ডের পক্ষ থেকে খোঁজ-খবর নিয়ে দেখা গেছে, দেড় শতাধিক পরীক্ষা কেন্দ্রে সেট কোড সংক্রান্ত বিভ্রাট ঘটেছে। অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীরা সেট কোড উল্লেখ করেনি। এবং এটি ঐসব কেন্দ্রের হল পরিদর্শকেরও দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। পরিদর্শকগণ যদি যথাযথভাবে খাতাগুলো চেক করতেন, এই ভুল সংশোধিত হতে পারতো। সেট কোডের উল্লেখ নেই এমন খাতায় যেসব পরিদর্শকের স্বাক্ষর রয়েছে তাদের সনাক্ত করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ এনে বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে এবং তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া যায়, সে সিদ্ধান্ত দেবে।

এটা সুস্পষ্ট যে, প্রথম ভুলটি পরীক্ষার্থীরাই করেছে। এটা নিশ্চিতভাবেই অনুমান করা যায় যে, পরীক্ষার খাতার প্রথম পৃষ্ঠা কিভাবে পূরণ করতে হবে, তা পরীক্ষার্থীদের আগেই ভালভাবে অবহিত করা হয়েছিল। কাজেই তাদের সেট কোড উল্লেখ না করা নিতান্তই দুঃখজনক। আবার এটাও সত্য; ছাত্র-ছাত্রীদের ভুল-ভ্রান্তি হতেই পারে। প্রথমতঃ তারা চঞ্চলমতি, দ্বিতীয়তঃ ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে এসএসসিই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা, যা নিয়ে তাদের অপরিসীম 'টেনশনে' থাকতে হয়। ফলে তাদের এই জাতীয় ভুল-ভ্রান্তি হওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। যে কোনো ভুল-ভ্রান্তি যাতে যথাসময়ে চিহ্নিত ও সংশোধিত হতে পারে, সেজন্য পরিদর্শকদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে খাতা উত্তমরূপে চেক করে দেয়ার। এটি তাদের দায়িত্বের একটি অপরিহার্য অংশ। এক্ষেত্রে শত শত শিক্ষক-শিক্ষিকা একই ভুল করলেন কিভাবে সেটা অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। পরীক্ষার হলে পরিদর্শকগণ কি তবে এভাবেই দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করেন? তাদের এই অবহেলা ও অমনোযোগ কোনভাবেই মার্জনা করা যায় না। এই যে শত শত ছাত্র-ছাত্রীর শুধুমাত্র 'পাস' নিয়ে সন্তুষ্টি থাকতে হলো এবং এজন্য তাদের যে ক্ষতি হলো তা পূরণ হবে কিভাবে? বলা বাহুল্য, এই ক্ষতি পূরণের কোন ব্যবস্থা নেই।

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও একথা বলতে হচ্ছে যে, বিগত কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশে পরীক্ষা নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে। আর এর ক্ষতি-খেসারত শিক্ষার্থীদেরই দিতে হচ্ছে। পরীক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে কম্পিউটারের সংযোজন অভিনন্দনযোগ্য হলেও এর কার্যকারিতার যে ফলাফল পাওয়া গেছে তা মোটেই কাম্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। বিগত কয়েক বছরের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় যে ফলাফল বিভ্রাট ও বিপর্যয় ঘটেছে তার অধিকাংশের জন্য এই কম্পিউটারকেই দায়ী করা হয়েছে। বস্তুতঃ প্রযুক্তি বা যন্ত্রের কোন দোষ নেই। বিভ্রাট-বিপর্যয় ঘটেছে তাদের কারণে যারা এটা ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এই নতুন সিস্টেম সফলভাবে কার্যকর করার যেসব পূর্বশর্ত রয়েছে সেগুলো যথাযথভাবে পালন করা হয়নি। আলোচ্য সেট কোড জটিলতার কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। কম্পিউটারে ফলাফল প্রস্তুত করতে হলে পরীক্ষার খাতার সেট কোড উল্লেখ করতেই হবে। না করার জন্যই এই বিপর্যয় ঘটেছে। কাজেই কেবল যন্ত্র নয়, যন্ত্রের পেছনের মানুষ এবং অন্যান্য আবশ্যিক শর্ত ও ব্যবস্থা নিশ্চিত না হলে নতুন প্রযুক্তি সুফল দিতে পারে না। বরং নানা রকম অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। পরীক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে কম্পিউটার সংযোজনের সূচনালগ্নে এবং পরবর্তীতেও বহুবার আমরা একথা বলেছি যে, হঠাৎ করে পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত ও নির্ণয়ে কম্পিউটার ব্যবহার বাস্তবোচিত ও সুবিবেচনাপ্রসূত হয়নি। এর ফল শুভ হতে পারে না। কার্যতও তা-ই হয়েছে বা হচ্ছে। এর বদলে যদি ধীরে ধীরে এই নতুন ব্যবস্থা কার্যকর করা হতো তবে এই সব দুর্ঘট ঘটতে পারতো না। দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার কোন বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের অভাব হলো এই দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার। যা হোক পরিস্থিতি এখন এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আমরা কেবল ক্ষোভই প্রকাশ করতে পারি। প্রশ্ন ওঠে ঃ এ অবস্থা আর কতদিন চলবে? আশা করা হয়ে থাকে, পরিস্থিতির ক্রমোন্নতি হবে, এক সময় 'শুদ্ধতা' প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু হচ্ছে কই? স্বভাবতই উদ্বেগ প্রকাশ না করে আমরা পারছি না। আমরা আশা করতে চাই, আর যাতে কোন কারণে ফলাফল বিভ্রাট বা বিপর্যয় না ঘটে, ছাত্র-ছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার নিশ্চয়তা বিধানে যথাযথ ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ নেয়া এবং সংশ্লিষ্ট সকলে পূর্ণ দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবে।